বিএন কলেজ ঢাকা - ২০১৮।

১। **বার্ষিক বনভোজন-২০১৮**। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার যে বিচিত্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে ভ্রমণের মাধ্যমে তার যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। সেই সঙ্গে আহরণ করি নতুন নতুন জ্ঞান। বিপুল বিশ্ব, অপরিচিত জগতের বিচিত্র রহস্য মানুষকে প্রতিনিয়ত বাইরের দিকে আকর্ষণ করে। এই প্রবনতা থেকেই বিএন কলেজ ঢাকা প্রতিবারের মতো গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গাজীপুরস্থ জাতীয় উদ্যানের "জেসমিন" স্পটে বার্ষিক বনভোজন আয়োজন করে। অত্যন্তআনন্দ মুখর পরিবেশে বিএন কলেজ ঢাকা এর ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ১২০০ জন শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকমন্ডলী এবং কর্মচারীবৃন্দ উক্ত বনভোজনে অংশগ্রহন করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ইঃ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দিন পিএসসি, বিএন (অব:) সস্ত্রীক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বনভোজনে অংশ গ্রহণ এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। জ্ঞানের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার লক্ষ্যে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ২টি পর্বে সজ্জিত এই বার্ষিক বনভোজন এর ১ম পর্বে সকালের নাস্তা, স্পট পরিদর্শন এবং মধ্যাহ্নভোজন। ২য় পর্বে "আনন্দ আসর" নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথিসহ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক মন্ডলী ও কর্মচারীদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে একটি আনন্দ মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সকলেই বার্ষিক বনভোজন ২০১৮ উপভোগ করে। এছাড়াও গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিএন কলেজ ঢাকা এর দিবা শাখার (১ম - ৫ম শ্রেণী) বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএন কলেজ ঢাকা এর অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দিন পিএসসি, বিএন (অব:)। ২টি পর্বে সজ্জিত এই বার্ষিক বনভোজন এর ১ম পর্বে সকালের নাস্তা এবং "আনন্দ আসর" নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথিসহ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকমন্ডলীর স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে একটি আনন্দ মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজন পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বার্ষিক বনভোজনের সমাপ্তি ঘটে।

চিত্রঃ বার্ষিক বনভোজন-২০১৮।

২। **সিনিয়র শিক্ষক ও সমন্বয়কারী (দিবা শাখা) মোঃ হাফিজউদ্দিন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান**। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিএন কলেজ ঢাকার সিনিয়র শিক্ষক ও সমন্বয়কারী (দিবা শাখা) মোঃ হাফিজ উদ্দিন এর বিদায় উপলক্ষে বিএন কলেজ ঢাকার পক্ষ থেকে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কুল শাখার সহকারি শিক্ষক মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমা পাঠ এবং বিদায়ী শিক্ষক এর সার্বিক মঙ্গল কামনা করে পরম করুনাময়ের নিকট হয় দোয়া পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিদায়ী শিক্ষক এর উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করা হয়। পওে বিদায়ী শিক্ষক এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য প্রদান করেন সহকারি প্রধান শিক্ষক বিলকিস বানুসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক। অতঃপর ধন্যবাদ ও বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে এবং সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করে বক্তব্য প্রদান করেন বিএন কলেজ ঢাকা এর অধ্যক্ষ ইঃ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মোসলেহ্উদ্দিন, পিএসসি, বিএন (অবঃ)। পরিশেষে বিদায়ী শিক্ষক এর হাতে বিএন কলেজ ঢাকার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার স্বরূপ ক্রেস্ট তুলে দেন অধ্যক্ষ বিএন কলেজ ঢাকা।

চিত্রঃ সিনিয়র শিক্ষক ও সমন্বয়কারী (দিবা শাখা) মোঃ হাফিজউদ্দিন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

৩। **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৮ উদযাপন**। "বর্ণমালা থেকে স্বাধীনতা" "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি" একুশ আমার চেতনা, একুশ আমার অহংকার এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং বীর শহিদদেও আত্মার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে গত ২১ ফেব্রুয়ারি নাবিক কলোনি সংলগ্ন মাঠে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঢাকা অঞ্চল শিক্ষা পরিবারের উদ্যোগে আন্তর্জাকিত মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৮ উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি এবং বাংলাদেশ নৌ পরিবার কল্যাণ সংঘের মাননীয় প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা এলাকায় কর্মরত নৌবাহিনীর সকল কর্মকর্তা, নাবিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সপরিবাওে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।এছাড়াও ঢাকা নৌ অঞ্চলে নৌবাহিনী পরিচালিত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিল। অমর একুশ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরি, শহিদ মিনাওে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের অধ্যক্ষ ইঃ ক্যাপ্টেন মোঃ মোসলেহ্উদ্দিন, পিএসসি, বিএন (অবঃ) এবং শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিএন কলেজ ঢাকা এর সকল শিক্ষার্থী অমর একুশের গান গেয়ে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে। মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা শহিদদেও প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই প্রভাত ফেরির মাধ্যমে। "আন্ত-র্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৮" উদযাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি শহিদ মিনাওে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে ৫২'র বীর ভাষা শহিদদেও প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মায়ের ভাষাকে যাঁরা রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছিলেন , যাঁদের রক্তই পথ দেখিয়েছিল স্বাধীনতার পথ , সেইসব বীর ভাষা শহিদদেও প্রতি ভালোভাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে শিক্ষার্থীদেও দ্বারা প্রস্তুতকৃত দেয়াল পত্রিকা উম্মোচন করেন প্রধান অতিথি। পওে 'আমাদেও বর্ণমালা' শীর্ষক বোর্ডে বর্ণ লিখেন প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন প্রধান অতিথি । অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তরজমা এবং শহিদদেও আত্মার মাগফেরাত কামনা কওে বিশেষ দোয়া করা হয়। "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৮" উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএন কলেজ ঢাকা, নেভি এ্যাংকরেজ ঢাকা ও নৌ পরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা এর শিক্ষার্থীদেও মধ্য থেকে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধওে বক্তব্য প্রদান কওে তিন জন শিক্ষার্থী। অতঃপর একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। "বর্ণমালা থেকে স্বাধীনতা" শীর্ষক এই মনোমুগ্ধকর ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌ অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি এবং ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধওে একটি আলেখ্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে । অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে অমর একুশে উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন আয়োজনের বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদেও মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি। বিএন কলেজ ঢাকার পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথির হাতে উপহার তুলে দেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ, বিএন কলেজ ঢাকা ও কমডোর এ এ মামুন চৌধুরী (এন), এনডিসি, পিএসসি, নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা এবং চেয়ারম্যান, বিএন কলেজ ঢাকা পরিচালনা পর্ষদ। এ পর্যায়ে বিএন কলেজ ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিবার্ষিকী 'কল্লোল ২০১৬-২০১৭' এর মোড়ক উম্মোচন করেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি। অতঃপর ভাষা শহিদদেও আত্মার মাগফেরাত কামনা কওে এবং বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান অতিথি। তিনি বক্তব্যের শুরুতে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাকিত রাষ্ট্রাভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভুমিকার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন । তিনি শ্রদ্ধাভরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে ছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে উপস্থিত শিক্ষার্থীদেও সুশিক্ষিত, সৎ ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলে এবং দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানান। তিনি ভাষার মর্যাদা বিকাশের সংগ্রাম কে শুধু দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা যেন হয় প্রতিদিনের, অমর একুশের এই অঙ্গিকার এর প্রতি গুরুত্ব দেন । তিনি মনোমুগ্ধকর ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং অনুষ্ঠানের সাথে জড়িতদেও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে ফটোসেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

চিত্রঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৮ উদযাপন।